যায়যায়দিন

তারিখ ... 02 AUG 2008 ...
পৃষ্ঠা · ৬ কলাম · ৩ ....

১৫তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন

সার্ককে কার্যকর সংস্থায় পরিণত করতে হবে

প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিশ্বায়নের এ যুগে আঞ্চলিক সহযোগিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করার মাধ্যমে পৃথিবীর অনেক দেশ এগিয়ে গেছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো এর বড় প্রমাণ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৮৫ সালে ঢাকায় দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্কের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠার এতো বছর পরও সার্ককে সত্যিকার অর্থে একটি কার্যকর সংস্থায় পরিণত করা সম্ভব হয়নি। সন্দেহ, অবিশ্বাস, সম্পর্কের তিক্ততা সর্বোপরি রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবের কারণে সার্ক একটি কার্যকর সংস্থায় পরিণত হতে পারেনি।

শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে আজ শুরু হচ্ছে ১৫তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন। প্রতিবারের মতো এবারো কিছু এজেন্ডা নিয়ে সার্ক সম্মেলনে জড়ো হয়েছেন সদস্য দেশগুলোর শীর্ষ নেতারা। খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা, বাণিজ্য, জলবায়ু পরিবর্তন– এ চারটি বিষয়কে এবারের সম্মেলনে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে বলে জানা গেছে। এছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন, পানি ব্যবস্থাপনা, সন্ত্রাস দমন, নারী-শিশু পাচার রোধ, সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং প্রবাসী শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করার বিষয়ও থাকবে এ সম্মেলনে।

উপরোক্ত সব বিষয়ই কল্যাণমুখী। সার্ক অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণেই বিষয়গুলো নির্ধারিত হয়েছে। এসব বিষয় নিয়ে সার্ক দেশগুলো যদি একত্রে কাজ করে তাহলে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হবে। উপরোক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টিতে অধিক মনোযোগ দিতে হবে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, সুনামি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এ অঞ্চলে ইতিমধ্যেই ভয়াবহ খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশসহ সার্ক অঞ্চলের অনেক দেশই এ খাদ্য ঘাটতির শিকার। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরো বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের খাদ্যনিরাপত্তা জোরদার করতে একটি ফুড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এখন সময়ের দাবি। একইসঙ্গে গুরুত্ব দিতে হবে জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টিতেও। এছাড়া বাণিজ্য ঘাটতি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যু দুটিও সমান গুরুত্বের দাবিদার।

সার্ক গঠনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা। আর এটি জোরদার করতে হলে দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধি, একক মুদ্রা ও পাসপোর্ট চালু এবং একটি সার্ক পার্লামেন্ট গঠন করা প্রয়োজন। একক মুদ্রা, পাসপোর্ট ও পার্লামেন্ট গঠনের মাধ্যমে ইইউভুক্ত দেশগুলো এখন অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধ। আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদারের মাধ্যমে তারা চলে গেছে বহুদূর। এর ফলে তাদের জনগণের দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থা অনেক সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হয়েছে গতিশীল। ইইউ'র মতো সার্ককেও একটি কার্যকর সংস্থায় পরিণত করার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে হবে।

দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধির মাধ্যমে সার্ককে সত্যিকার অর্থেই একটি কার্যকর সংস্থায় রূপান্তর করা সম্ভব। সার্কভুক্ত দেশগুলোর রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা যদি আন্তরিকভাবে কাজ করেন এবং উন্নত দেশগুলো যদি সত্যিকারের সহযোগিতা করে তাহলে সার্ককে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও আসিয়ানের মতো কল্যাণমুখী আঞ্চলিক সংস্থায় পরিণত করা অসম্ভব নয়।

কেবল আনুষ্ঠানিকতা ও ঘোষণার সংস্থা হিসেবে সার্কের একটি দুর্নাম রয়েছে। ঘোষিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ দুর্নাম ঘোচাতে হবে। সার্কের তৃতীয় দশককে বাস্তবায়নের দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এখন তাই মনোযোগ দিতে হবে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দিকে। সার্ক সত্যিকার অর্থেই একটি কার্যকর ও কল্যাণমুখী সংস্থায় রূপ লাভ করুক– এটাই সবার প্রত্যাশা।